SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

হিউমঃ সংশয়বাদ

PPT Presentation by Trilochan Paramanik

Designation: SACT-1

Dept. Of Philosophy

হিউমে যে নিজেকে একজন সংশয়বাদী বলে মনে করেছেন তা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। তিনি তার সন্দেহকে সংশয়বাদী সন্দেহ এবং তার প্রদত্ত সমাধানকে সংশয়বাদী সমাধান রূপে আখ্যাত করেছেন কিন্তু তিনি কিরূপ সংশয়বাদী ছিলেন?

হিউম দু'ধরনের সংসয়বাদ-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন প্রারম্ভিক সংশয়বাদ এবং সিদ্ধান্তগত সংশয়বাদ। দর্শন আলোচনার শুরুতে বা প্রারম্ভি যে সংশয়বাদ বর্তমান থাকে তাকে সংশয়বাদ বলেছেন। দেকার্তের সংশয়বাদ হিউমের মতে এই জাতীয় সংশয়বাদ। কারণ দেকার্তের সংশয় হল সত্যকে লাভ করার পক্ষে এক অনিবার্য ভূমিকা স্বরূপ।

ডে কার্টের সংশয় পদ্ধতি অনুসারে আমরা আমাদের বৃত্তি বা যুক্তি পদ্ধতি গুলি পরীক্ষা করার পূর্বে তাদের সংশয় করি এবং কোন পূর্ববর্তী অভ্রান্ত মানদন্ড দাবি করি, যার দ্বারা কোনো বৃত্তিতে আমরা বিশ্বাস করবো তা নিরূপণ করা যায়।

হিউম দেকার্ট এর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এনেছেন প্রথমত ডে কার্ড মনে করেন এমন কোন চরম নীতি আছে যার থেকে অবশিষ্ট জ্ঞানকে নিঃসৃত করা যেতে পারে কিন্তু হিউমের মত এরকম কোন নীতি নেই।

কারতে জিও সংশয়কে যদি সুসমঞ্জস ভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে এর কোন শেষ নেই, এটি হয়ে উঠবে সার্বিক সংশয়বাদী নিয়ম।

অবশ্যই তার এই দ্বিতীয় অভিযোগটি পুরোপুরি প্রমাণ করেননি। হিউমকে যদি এই অভিযোগটি প্রমাণ করতে হত তাহলে তাকে দেখতে হতো যে সংশয়কর্তার অস্তিত্বের সংশয় করা চলে না, এই কারতেজীয় ধারণা ভিত্তিহীন।

কিন্তু হিউম তা দেখাননি । হিউম যা বলতে চান তা হয়তো এই যে, সংশয় কর্তার অস্তিত্বের সংশয় করা চলে না । দেকার্তের এই ধারণাকে প্রমাণ করতে গেলে প্রমাণের যৌক্তিক নীতির সাহায্য নিতে হয়। যা করার অধিকার কোনো কারতে জিয়ের নেই। তিনি মনে করেন দেকার্তের সংশয়বাদ দর্শন পাঠের জন্য অতি আবশ্যক প্রস্তুতি। এটি আমাদের বিচারের মধ্যে যথার্থ নিরপেক্ষতা নিয়ে আছে এবং কুসংস্কার থেকে আমাদের মনকে মুক্ত করে।

কেউ মনে করেন এই ধরনের প্রারম্ভিক মতবাদ সকল রকম জ্ঞানের ক্ষেত্রেই একান্ত আবশ্যক কেননা এ না হলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতি সম্ভব হবে না।

পূর্ববর্তী সংশয়বাদ এর সঙ্গে তুলনা করে হিউমার এক ধরনের সংসবাদ এর উল্লেখ করেছেন যার নাম তিনি দিয়েছেন সিদ্ধান্ত গত সংশয়বাদ।বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এবং বৌদ্ধিক বৃত্তি সম্পর্কে চিন্তন থেকে যে সংশয়ের উদ্ভব হয় তাকেই তিনি সিদ্ধান্ত গত সংশয়বাদ নামে অভিহিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বা কোন আলোচনায় সিদ্ধান্ত রূপে এই সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ।

এই ধরনের সমস্যা হলো সেই পদ্ধতি যার অনুশীলন হিউম নিজেই করেছেন। অর্থাৎ কিনা আমাদের বৃত্তিগুলির পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের সুনিশ্চয়তা ও ব্যাপকতায় সংশয় করেছেন।

হিউমের এই ধরনের সংসারবাদের ব্যাখ্যা অনেকটা বার্কলের ব্যাখ্যার অনুরূপ। বিশ্বাস করে যখন তিনি বারকলের যুক্তি প্রয়োগ করছেন প্রমাণ করার জন্য যে গৌনগুনগুলোর তুলনায় মুখ্য গুণগুলিকে বস্তুগত হওয়ার দাবিতে স্বীকার করা চলে না। তিনিও অলিক প্রত্যক্ষ এবং আমাদের প্রত্যক্ষনের পরিবর্তনের ব্যাপারে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আমাদের প্রত্যক্ষনের অস্তিত্ব মনে এবং আমরা বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষণ করি না।

যেকোনো বাজ্জবস্তু প্রত্যক্ষণের কারণ, বস্তুবাদীদের এই যুক্তিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এই যুক্তিতে যে মনের উপর জড় বস্তুর ক্রিয়া বুদ্ধির অগণ্য এবং স্বপ্ন প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষনের উদ্ভব তারা বাহ্যবস্তুর দ্বার উদ্ভূত নয় বা তাদের সঙ্গে বাহ্য বস্তুর কোন সাদৃশ্য নেই।

অভিজ্ঞতাও এই ব্যাপারে কোন সূত্র দিতে পারে না। হিউমের সংসারবাদ পূর্ণাঙ্গ নয় তিনি গাণিতিক সত্যের প্রমাণমূলক সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে স্বীকার করেছেন ।বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক সত্যের যাথার্থ তিনি স্বীকার করেছেন। যেহেতু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে এদের জানা যায়।

দ্রব্য হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে অভিজ্ঞতামূলক আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি।

তিনি স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে আত্মার অবিচ্ছিন্নতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি যা অস্বীকার করতে চান তাহলে এই যে, আমাদের ধারাবাহিক প্রত্যক্ষণগুলি কোন আধ্যাত্ম দ্রব্য কে আশ্রয় করে থাকে, জড় দ্রব্য সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হলো এই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারবুদ্ধির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। এই জগতের মধ্যে যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আমরা আবিষ্কার করি তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের অনেকখানি সুনিশ্চয়তা দান করে। কিন্তু ওইটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং গুণাবলী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না।

অলৌকিক ঘটনার সম্ভাব্যতা তিনি অস্বীকার করেননি, সেগুলি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য সেই সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নীতি দর্শনের ক্ষেত্রেও হুম পুরোপুরি সংশয়বাদী নন কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে নীতির অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান সম্ভব।

কাজেই হিমকে সংসারবাদী বলা চলে যখন তিনি মনে করেন যে মানুষের বোধশক্তির পক্ষে বস্তুর মূল বা অন্তিম স্বরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে অধিবিদ্যা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি একজন সংশয়বাদী যেহেতু তিনি মনে করেন যে আত্মা ঈশ্বর এবং জড়জগতের যথার্থ স্বরূপ জানা যায় না।

হিউম কার্তেজীয় সংশয় অর্থাৎ যে সংশয় সংসার এর মাধ্যমে নৃশংসই যে লাভ করতে চায় তার সঙ্গে পার্থক্য করতে গিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে

লঘু বা সংযত সংশয়বাদ নামে আখ্যাত করেছেন। এই সংযত সংশয়বাদ চাই যে পর্যাপ্ত প্রমাণের উপর যে বিচার প্রতিষ্ঠিত নয় তার থেকে যেন আমরা সতর্ক থাকি। হিউম এই অর্থের সংশয়বাদী নন যে , তিনি জ্ঞানের সম্ভাবনায় অস্বীকার করেছিলেন ।

যা তিনি স্পষ্টত অস্বীকার করেছিলেন তা হল বাহ্যবস্তু সম্পর্কে এমন জ্ঞান এর সম্ভাবনা, যার যৌক্তিক অনিবার্যতা থাকবে।

ধন্যবাদ